তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—কাটোয়া-গ্রামে সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিন দিবস রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দপ্রভুর চাতুরীক্রমে শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুরের পশ্চিমপারে আগমন করিলেন। গঙ্গাকে যমুনাভ্রমে স্তব করিলে পর অদ্বৈতপ্রভু নৌকা লইয়া মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় নবদ্বীপ-ধামবাসি-দিগের ও শ্রীশচীমাতার সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার হইল। তাঁহাদের সহিত মিলনান্তে শচীমাতা পাকাদি করিলে প্রভুদ্বয়ের ভোজন-কালে নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত অদ্বৈতপ্রভুর নানাবিধ কৌতুক হইল। অপরাহ্ণে সমুদায় ভক্তগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে তথায় কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে ভক্তগণ শচীমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভুকে নীলাচলে থাকিবার অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিয়া নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরের ভক্তগণকে ও শচীমাতাকে বিদায় দিয়া ছত্রভোগপথে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরেই ভ্রমণকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

২৪ বর্ষ-শেষে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ-মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ৩ ॥

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীত পড়িয়া রাঢ়দেশে প্রভুর তিনদিন ভ্রমণ ঃ—

সন্ন্যাস করি' প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়-দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে বৃন্দাবনগমনেচ্ছা করিলেও ভ্রান্তচিত্ত হইয়া রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুর পৌঁছিয়া ভক্তগণের সহিত উল্লাসপ্রাপ্ত শ্রীগৌর-চন্দ্রকে আমি নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ গৌরঃ (বিশ্বম্ভরঃ) ন্যাসং (তুর্য্যাশ্রমং) বিধায় (বেদ-বিহিত-সন্ন্যাস-সংস্কারাদিকং গৃহীত্বা) উৎপ্রণয়ঃ (প্রেমাকৃষ্টঃ সন্) বৃন্দাবনং গন্তুমনাঃ (ব্রজগমনোৎসুকমানসঃ) ভ্রমাৎ (প্রাকৃতনেত্রেষু ভ্রমং প্রদর্শনাৎ, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি-বিলোচনপদং কৃষ্ণধাম প্রাকৃতচেষ্টয়া দুর্ল্লভং শুদ্ধভজনলভ্যং চেতি প্রদর্শয়ন্) রাঢ়ে (গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে রাষ্ট্রাখ্যে প্রদেশে) ভ্রমন্ শান্তিপুরীং অয়িত্বা (গত্বা) ইহ (অস্মিন্ শান্তিপুর্য্যাং) ভক্তৈঃ সহ ললাস, তং গৌরং নতোঽস্মি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪। রাঢ়দেশ—'রাষ্ট্র'-শব্দ হইতে 'রাঢ়'-শব্দ। গঙ্গার পশ্চিম-পারে গৌড়-ভূমিকে 'রাঢ়দেশ' বলে ; ইহার অন্যতম নাম 'পৌণ্ড্রদেশ'। পৌণ্ড্র-শব্দের অপভ্রংশ 'পেঁড়ো', তথায় রাষ্ট্রদেশের রাজধানী ছিল।

অমৃতানুকণা—৪। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবালোপনিষৎ)—অর্থাৎ 'যে-দিনেই কেহ সংসার-বিরক্ত হইবেন, সে-দিনেই তিনি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবেন।' ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।২৭) আরও পরিস্ফুট হইয়াছে "যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ।।"—যে আত্মজ্ঞ-ব্যক্তি নিজ-বিবেক বা পর-উপদেশবশতঃ নির্ব্বেদ লাভ করিয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনিই নরোত্তম। এইরূপে শাস্ত্রে সন্ন্যাস-গ্রহণ ও তদধিকারের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত, যাজ্ঞবল্ক্য যতি-প্রকরণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, হারীত-সংহিতা, সংবর্ত্ত-সংহিতা, দক্ষ-সংহিতা, মনু-সংহিতা প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিধি বর্ণিত আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেহ কেহ "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।।"—এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণবাক্য অবলম্বন করিয়া কলিযুগে সন্ন্যাস নাই বলিয়া মনে করেন। সর্ব্ববেদ-ইতিহাস-পুরাণ যাঁহার নিশ্বাস হইতে প্রকাশিত, তাঁহারও যিনি অংশী, সেই সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্থাশ্রমরূপ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম-অন্তর্ভূত নিজ 'সন্ন্যাসকৃৎ'-নামটী সার্থক করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদ্বারা উক্ত পুরাণবাক্যের তাৎপর্য্য যে অন্যরূপ, তাহা বুঝিতে হইবে। "কলিতে যে সন্ন্যাস বর্জ্জনীয় বলা হইয়াছে, ইহার ভাব এই যে, আচার্য্য-শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি অবৈধ চিন্তাপ্রসূত একদণ্ড সন্ন্যাস কাহারও গ্রহণযোগ্য নহে, সুতরাং নিষিদ্ধ। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসই

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু ভাবের আবেশে ।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়-দেশে ॥ ৫ ॥

শ্রৌতপন্থানুসরণেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর সিদ্ধিলাভের আশা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৩।৫৭)—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬। অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রাচীন মহৎ-জনের উপাসিত এই পরাত্ম-নিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণদ্বারা এই দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ আমি উত্তীর্ণ হইব।

অনুভাষ্য

৬। আবন্তিক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়া অবশেষে কায়মনোবাক্যে ভগবানের একান্ত শরণাগত হইয়া সেবা করিবার উদ্দেশে এই গীত গান করিলেন,—

পূর্ব্বতমৈঃ (প্রাচীনৈঃ) মহদ্ভিঃ (মহাভাগবতৈঃ) উপাসিতাং (সেবিতাম্) এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং (পরঃ "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্।।" ইতি বচনাৎ সর্ব্বস্মাৎ পরঃ যঃ আত্মা, তস্মিন্ যা নিষ্ঠা অনর্থ-নিবৃত্ত্যনন্তরং নৈসর্গিকভজনপরাবস্থিতিঃ তাং) সমাস্থায় (আদৌ শ্রদ্ধাদিক্রমপন্থানুসারেণ সম্যক্ প্রকারেণ শ্রৌতমার্গে ভজনং কুর্ব্বন্) মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়া (সাধন-ভাবভক্ত্যাখ্যয়া) এব দুরন্ত-পারং (দুস্তরং) তমঃ (কৃষ্ণসেবারহিত-জড়াহঙ্কার-ভোগরূপ-সংসারাখ্যম্ অজ্ঞানং) তরিষ্যামি (কৃষ্ণেতর-কৈঙ্কর্য্যবাসনাং ত্যক্ত্বা অতিক্রমিষ্যামি)।

চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-বিচারে 'বৈষ্ণবচিহ্নধারণে'র অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই মুকুন্দসেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। পরমাত্মনিষ্ঠগণ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ ত্রিদণ্ডি-বেষ ধারণ করিতেন, পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ডবেষকেই 'পরাত্মনিষ্ঠা' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্ত্তন করেন। ঐকান্তিক-ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই ত্রিদণ্ডের

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কৃষ্ণসেবা-নিষ্ঠা-দর্শনে সুখ ঃ—

প্রভু কহে,—"সাধু এই ভিক্ষুক-বচন ।
মুকুন্দ সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥ ৭ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭-৮। সন্ন্যাসবেশ গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভু কহিলেন,—এই ভিক্ষুক-বচনটী সাধু ; কেননা, ইহাতে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবারূপ ব্রত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে যে সন্ন্যাসবেশ আছে, জড়াত্ম-নিষ্ঠা নিষেধপূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠাই ইহার তাৎপর্য্য হইয়াছে।

অনুভাষ্য

প্রকৃত সনাতন চতুর্থাশ্রম। ইহা সর্ব্বকালেই গ্রহণযোগ্য—কখনও নিষিদ্ধ নহে। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস কোনও কোনও সময়ে বাহ্যতঃ একদণ্ডাকারেও দেখা যায়। এই শ্রেণীর একদণ্ডী যতি-মহাজনগণ 'সেব্য-সেবক-সেবা'-রূপ ত্রিদণ্ডের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত 'একদণ্ড'-সন্ন্যাসকে সর্ব্বতোভাবে অবৈধ-জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব (রঘুনন্দন)-স্মার্ত্তাচার্য্যের সংগৃহীত উক্ত বাক্যবলেও নিবৃত্তিপথের সাধকগণের পক্ষে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উক্ত প্রমাণের তাৎপর্য্য।" *(—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ)*

শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্য ২৮।১৫৪-১৫৯) পাঠে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্কর-সম্প্রদায়ী একদণ্ডী যতি শ্রীমৎ কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনি প্রথমে কেশব-ভারতীরই কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসপ্রদান বা পরাত্মনিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার নিকট হইতে মহাপ্রভু নিজপ্রদত্ত সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। "সর্ব্ব-শিক্ষাগুরু—গৌরচন্দ্র বেদে বলে। কেশব-ভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে।। প্রভু কহে,—স্বপ্নে মোর কোন মহাজন। কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন।। বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে। এত বলি' প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে।। **ছলে প্রভু কৃপা করি' তারে শিষ্য কৈল**। ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিল।। প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী। সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি।।" এতদ্দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শাঙ্কর-সন্ন্যাস অস্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতীয় ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণেরই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন এবং উপরিউক্ত সন্ন্যাস-নিষেধক পুরাণ-বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস-বিধির পরম সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তর তিনি শ্রীমদ্ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু-গীতি কীর্ত্তন-মুখে বৃন্দাবনাভিমুখে গমন-লীলা প্রদর্শনদ্বারা সন্ন্যাসগ্রহণের তাৎপর্য্য এবং ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াই বৃন্দাবন গমনের বিধি—তাহা প্রকাশ করিলেন। "বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ। যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে।।' (মনু ১২।১০)। সুতরাং বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড-গ্রহণরূপ ত্রিদণ্ড-বিচার অস্বীকার করিলে জীবের ব্যভিচারিতাই প্রশ্রয় পাইতে বাধ্য—তাহাতে মায়ারাজ্যেই মাত্র বাস হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত বিপ্রলম্ভাত্মক ভজনে কদাপি আধিকার লাভ হয় না। "আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে।" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।২০)—সর্ব্বলোকগুরু শ্রীগৌরসুন্দরের এই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-গ্রহণলীলা যে একমাত্র উত্তমা-ভক্তিলাভেচ্ছু সাধকজীবগণের জন্য এক বিশেষ নিদর্শন স্থাপন করিতেই সাধিত হইয়াছে, তাহা কোন কোন কলিহত জীব বুঝিতে পারেন না।

সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥" ৯ ॥

প্রভুর প্রেমমত্তাবস্থায় বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

এত বলি' চলে প্রভু, প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক্-বিদিক্-জ্ঞান নাহি, কিবা রাত্রি-দিন ॥ ১০ ॥

প্রভুর পশ্চাদ্গামী নিতাই, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ,—তিনজন।
প্রভু-পাছে-পাছে তিনে করেন গমন ॥ ১১ ॥

প্রভুর দর্শনমাত্র লোকের নিস্তার ঃ—

যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে 'হরি' বলে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ১২ ॥

বালকগণের প্রতি প্রভুর স্নেহ ঃ—

গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
'হরি' 'হরি' বলি' ডাকে উচ্চ করিয়া ॥ ১৩ ॥
শুনি' তা-সবার নিকটে গেলা গৌরহরি।
'বল' 'বল' বলে সবার শিরে হস্ত ধরি' ॥ ১৪ ॥
তা'-সবার স্তুতি করে,—"তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥" ১৫ ॥

নিত্যানন্দের চাতুর্য্য ও বালকগণকে
গোপনে উপদেশ ঃ—

গুপ্তে তা-সবাকে আনি' ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইলা সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য

সহিত চতুর্থ 'জীবদণ্ডে'র সংযোগে যে একদণ্ড-বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারই অন্তর্গত ত্রিদণ্ড-বিধান। একদণ্ডি-সম্প্রদায় ত্রিদণ্ডের একতাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক শিবস্বামিগণ পরবর্ত্তিকালে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক সেব্য-সেবক-ভাব বা মুকুন্দসেবা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসিগণের পরিবর্ত্তে দশনামীর ব্যবস্থাই কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও আর্য্যাবর্ত্তের তাৎকালিক প্রথামতে একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ডচতুষ্টয় একীভূতই ছিল,—ইহা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গীতি গান করিয়াছিলেন। পরাত্মনিষ্ঠার অভাবে যে একদণ্ড, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত নহে। ত্রিদণ্ডিগণ দণ্ডত্রয়ের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিকী ভক্তির বিধান করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত-ভক্তিরহিত একদণ্ডিগণ নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহারা পরাত্মনিষ্ঠা-বিমুখ, সুতরাং ব্রহ্মসংজ্ঞক প্রকৃতিতে লীন হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট হওয়াকেই 'মুক্তি' বলিয়া মনে করেন। আর্য্যাবর্ত্তবাসী মায়াবাদিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অবগত না হওয়ায় তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞানে 'বিবর্ত্ত' উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একদণ্ড-সন্ন্যাসের কোন কথাই বলেন নাই; ত্রিদণ্ড-ধারণকেই তুর্য্যাশ্রমের একমাত্র বেশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকেই বহুমানন করেন; বহিঃপ্রজ্ঞ মায়াবাদিগণ তাহা বুঝিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে অদ্যাবধি তাঁহার অনুগতজনের মধ্যে শিখাসূত্রযুক্ত সন্ন্যাস প্রচলিত আছে। একদণ্ডি-মায়াবাদিগণ শিখাসূত্রবর্জ্জিত এবং ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য বুঝিতে অসমর্থ; যেহেতু তাঁহাদের শ্রীভগবানে সেবা-প্রবৃত্তি নাই। বিষয়সেবা-নিমগ্ন চিত্তে ধৈর্য্যহীন হইয়া তাঁহারা অতদ্ধর্ম্মাশ্রয়ে সেব্য-সেবক-ভাব-বর্জ্জিত হইয়া প্রকৃতি বা ব্রহ্মে লীন হইবার বিচার করিয়া থাকেন। দৈব-বর্ণাশ্রম-প্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যগণ আসুরবর্ণাশ্রমীর বোধ ও চিন্তাস্রোত প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে পরম প্রবীণ শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু স্বয়ং ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব উপাধ্যায়কে তদীয় ত্রিদণ্ডিশিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মাধবাচার্য্য হইতেই পশ্চিমদেশে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-স্মৃত্যাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেব ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর প্রবর্ত্তিত ত্রিদণ্ডি-বিধানে দীক্ষিত শ্রীল গোপালভট্ট কিরূপ বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত 'উপদেশামৃতে'র আদি-শ্লোকস্থ ত্রিদণ্ড-বিধানের আনুগত্য বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যে উত্তমরূপেই পরিস্ফুট ছিল। কেবলাদ্বৈত-বিচারে 'একদণ্ড' শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত কেহই অঙ্গীকার করেন নাই। শিখা-মুণ্ডিত ও সূত্র বিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ-বিচারপর সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের বিচারপ্রণালী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের ত্রিদণ্ডি-শ্রীধরস্বামিপাদের প্রণালীই অনু-মোদিত ছিল। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধরের শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার-প্রণালী বুঝিতে না পারায় তাঁহাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিতে চা'ন, কিন্তু উহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনভিপ্রেত।

১৬। প্রবন্ধ—সুসঙ্গত গল্প-রচনা।

"বৃন্দাবন-পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥" ১৭ ॥

প্রভুর বৃন্দাবনপথ জিজ্ঞাসায় বালকগণের নিতাইর কথামত নবদ্বীপ-পথ প্রদর্শন ঃ—

তবে প্রভু পুছিলেন,—"শুন, শিশুগণ।
কহ দেখি, কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ॥" ১৮ ॥
শিশু সব গঙ্গাতীরপথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥ ১৯ ॥

সমুদয় প্রয়োজন-নির্ব্বাহের ও চতুর্দ্দিকে আগমনবার্ত্তা দিবার জন্য চন্দ্রশেখরকে নিতাইর শান্তিপুরে প্রেরণ ঃ—

আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোসাঞি।
"শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি ॥ ২০ ॥
প্রভু লয়ে যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে ॥ ২১ ॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করহ গমন।
শচীমাতা লঞা আইস আর ভক্তগণ ॥" ২২ ॥

মহাপ্রভুর সম্মুখে নিতাইর হঠাৎ আগমন ঃ—

তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি' দিল পরিচয় ॥ ২৩ ॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে প্রভুর জিজ্ঞাসা ও নিতাইর ছলনা ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রীপাদ, তোমার কোথাকে গমন।"
শ্রীপাদ কহে,—"তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥

গঙ্গাকে 'যমুনা' বলিয়া প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"কত দূরে আছে বৃন্দাবন।"
তেঁহো কহেন,—"কর এই যমুনা দরশন ॥" ২৫ ॥

মহাপ্রভুর গঙ্গাদর্শনে যমুনা-উদ্দীপন ঃ—

এত বলি' আনিল তাঁরে গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গারে যমুনা-জ্ঞানে ॥ ২৬ ॥

প্রভুর যমুনা-স্তব ঃ—

"অহো ভাগ্য, যমুনারে পাইলুঁ দরশন।"
এত বলি' যমুনার করেন স্তবন ॥ ২৭ ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৫।১৩)-ধৃত পাদ্মবাক্য—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ ২৮ ॥

এক কৌপীনমাত্র সম্বল প্রভু ঃ—

এত বলি' নমস্করি' কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ ২৯ ॥

অদ্বৈতাচার্য্যের আগমন ঃ—

হেনকালে আচার্য্য-গোসাঞি নৌকাতে চড়িঞা।
আইল নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস লঞা ॥ ৩০ ॥

অদ্বৈতের দর্শনে প্রভুর সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা ঃ—

আগে আচার্য্য আসি' রহিলা নমস্কার করি'।
আচার্য্য দেখি' বলে প্রভু মনে সংশয় করি' ॥ ৩১ ॥
"তুমি ত' আচার্য্য-গোসাঞি, এথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা ॥" ৩২ ॥

অদ্বৈতের সরলভাবে উত্তর দান ঃ—

আচার্য্য কহে,—"তুমি যাঁহা, সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥" ৩৩ ॥

অদ্বৈতের নিকট নিতাইর চাতুর্য্য-কথন ঃ—

প্রভু কহে,—"নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥" ৩৪ ॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক নিতাই-বাক্য সমর্থন ও সত্যত্ব-প্রতিপাদন ঃ—

আচার্য্য কহে,—"মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥ ৩৫ ॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥ ৩৬ ॥

অদ্বৈতের প্রভুকে নব কৌপীন-দান ও নিমন্ত্রণ ঃ—

পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাঁহা কৈলে স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি' শুষ্ক কর পরিধান ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

২৮। চিদানন্দভানোঃ (সম্বিৎপ্রীতিপ্রকাশকস্য) নন্দসূনোঃ (কৃষ্ণস্য) সদা (নিত্যং) পরপ্রেমপাত্রী (পরমপ্রীতিপ্রদাত্রী) দ্রবব্রহ্মগাত্রী (চিৎসলিলরূপা) অঘানাম্ (অপরাধানাং) লবিত্রী (বিনাশয়িত্রী) জগৎক্ষেমধাত্রী (জগতাং লোকানাং মঙ্গল-বিধাত্রী) মিত্রপুত্রী (রবিসুতা কালিন্দী যমুনা) নঃ (অস্মাকং) বপুঃ [দিব্যজ্ঞানেন] পবিত্রীক্রিয়াৎ (শুদ্ধী কুর্য্যাৎ)।

৩৪। গঙ্গাকে—গঙ্গায় ; কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রম

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮। চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, ব্রহ্মদ্রবস্বরূপিণী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গলকারিণী, সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন।

অনুভাষ্য

রাঢ়দেশে—কাটোয়ার নিকট থাকায় গ্রন্থমধ্যে বহুস্থানে রাঢ়ের ভাষা দেখা যায়। অদ্যাপি রাঢ়দেশে সপ্তমী-বিভক্তির 'এ'-স্থলে 'কে' ব্যবহৃত হয় ; যেমন, 'ঘরে'-শব্দ রাঢ়ে 'ঘরকে'-শব্দে প্রচলিত।

প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥ ৩৮ ॥

পাছে প্রভু অস্বীকার করেন, এই ভয়ে নিজগৃহে ভিক্ষার সামান্যভাবে বর্ণন ঃ—

একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক।
শুখরুখা ব্যঞ্জন কৈলুঁ, সূপ আর শাক ॥" ৩৯ ॥

প্রভুকে শান্তিপুরে স্বগৃহে আনয়ন ও অভ্যর্থনা ঃ—

এত বলি' নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ-ঘর।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর ॥ ৪০ ॥

সীতা-ঠাকুরাণীর রন্ধন ও স্বয়ং আচার্য্যের ভোগ-নিবেদন ঃ—

প্রথমে পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।
বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥ ৪১ ॥

দুই প্রভু ও কৃষ্ণ,—তিনজনের জন্য তিন পাত্রে নৈবেদ্য-সজ্জা ঃ—

তিনঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি'।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু-পাত্রোপরি ॥ ৪২ ॥

নৈবেদ্য-বর্ণন ঃ—

বত্তিশা—আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভাল মতে ॥ ৪৩ ॥
মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা, আর মুদ্গসূপ ॥ ৪৪ ॥
সাদ্রক, বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল, কুষ্মাণ্ড-বড়ি, মানকচু আর ॥ ৪৫
চই-মরিচ-সুখ্‌ত দিয়া সব ফল-মূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত-ঝালে ॥ ৪৬ ॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল-ফুলবড়ি-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মানচাকি ॥ ৪৭ ॥
নারিকেল-শস্য, ছানা, শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, সকল প্রচুর ॥ ৪৮ ॥
মধুরাম্লবড়া, অম্লাদি পাঁচ-ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥ ৪৯ ॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া, মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী, নারিকেল, যত পিঠা ইষ্ট ॥ ৫০ ॥
বত্তিশা-আঠিয়া-কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি,ডোঙ্গা অতি বড় দড় ॥ ৫১ ॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিঞা।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিঞা ॥ ৫২ ॥
সঘৃত-পায়স নব-মৃৎকুণ্ডিকা ভরিঞা।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধ রাখেত ধরিঞা ॥ ৫৩ ॥
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-লক্‌লকী।
যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি ॥ ৫৪ ॥
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি'।
চাঁপাকলা-দধি-সন্দেশ কহিতে না পারি ॥ ৫৫ ॥

নৈবেদ্যোপরি তুলসী ও তৎসহ আচমন-জল-প্রদান ঃ—

অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরি দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি' ॥ ৫৬ ॥
তিন শুভ্রপীঠ, তার উপরি বসন।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন ॥ ৫৭ ॥

স্বয়ং আরাত্রিক-সম্পাদন ও সগণ প্রভুগণের দর্শন ঃ—

আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি' আরতি দেখিল ॥ ৫৮ ॥

ঠাকুরের শয়ন-দান ঃ—

আরতি করিয়া কৃষ্ণে করা'ল শয়ন।
আচার্য্য আসি' প্রভুরে তবে কৈলা নিবেদন ॥ ৫৯ ॥

দুই প্রভুর গৃহমধ্যে ভোজনার্থে গমন ঃ—

দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন।
গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন ॥ ৬০ ॥

মুকুন্দ ও হরিদাসকে আহারে অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাদের মর্য্যাদা-রক্ষা ও দৈন্য-বিনয় ঃ—

মুকুন্দ, হরিদাস,—দুই প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। বত্তিশা-আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া—বত্রিশ ছড়ার কাঁদি পড়ে, এমত আটিয়া-কলাগাছে। আঙ্গটিয়া অর্থাৎ অখণ্ডকলা-পাতে।

অনুভাষ্য

৩৯। শুখরুখা ব্যঞ্জন—চচ্চড়ি (?) ; সূপ—রসা।

অনুভাষ্য

৪৪-৫৫। গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় রন্ধন বা পাক-নৈপুণ্য সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিতেছেন।

৪৯। লোকে—জগতে।

৫০। ইষ্ট—প্রয়োজনীয়, বাঞ্ছিত।

৫১। চলে হালে নাহি—নড়ে চড়ে না। দড়—দৃঢ়, মজবুৎ।

৫৪। শকি—পারি।

৫৭। সাক্ষাৎ কৃষ্ণে—শ্রীমন্মহাপ্রভুকে।

মুকুন্দ বলে,—"মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে ।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ ঘরে ॥" ৬২ ॥
হরিদাস বলে,—"মুঞি পাপিষ্ঠ অধম ।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন ॥" ৬৩ ॥

প্রসাদ-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ও অদ্বৈতকে সম্মান ঃ—

দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর-ঘরে ।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে ॥ ৬৪ ॥
"ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন ।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ ॥" ৬৫ ॥

মহাপ্রভুকে না জানাইয়া প্রভুদ্বয়কে তত্তৎ আসন প্রদান ঃ—

প্রভু জানে তিন ভোগ—কৃষ্ণের নৈবেদ্য ।
আচার্য্যের মন-কথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥ ৬৬ ॥

প্রভু ও আচার্য্য, উভয়েরই উভয়কে ভোজনে অনুরোধ ঃ—

প্রভু বলে,—"বৈস তুমি করিতে ভোজন ।"
আচার্য্য কহে,—"আমি করিব পরিবেশন ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর উক্তি ঃ—

"কোন্ স্থানে বসিব, আর আন দুই পাত ।
অল্প করি' তাহে আনি' দেহ ব্যঞ্জন-ভাত ॥" ৬৮ ॥

আচার্য্যের দুই প্রভুকে আসন-প্রদান ঃ—

আচার্য্য কহে,—"বৈস দোঁহে পিণ্ডার উপরে ।"
এত বলি' হাতে ধরি' বসাইল দুঁহারে ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর বিধিমার্গে আচার্য্যোচিত বৈরাগ্যলীলা ঃ—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়-বারণ ॥" ৭০ ॥

গৌরগতপ্রাণ আচার্য্যের প্রভুর ভোজনে অত্যধিক নির্ব্বন্ধ ঃ—

আচার্য্য কহে,—"ছাড় তুমি আপনার চুরি ।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥ ৭১ ॥
ভোজন করহ, ছাড় বচন চাতুরী ।"
প্রভু কহে,—"এত অন্ন খাইতে না পারি ॥" ৭২ ॥
আচার্য্য বলে,—"অকপটে করহ আহার ।
যদি না খাইতে পার, রহিবেক আর ॥" ৭৩ ॥

ভোজন-পাত্রে অবশেষ রাখা সন্ন্যাসীর নিষেধ ঃ—

প্রভু বলে,—"এত অন্ন নারিব খাইতে ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥" ৭৪ ॥

আচার্য্যের প্রভুকে অনুযোগ ও দীনতা ঃ—

আচার্য্য বলে,—"নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার ।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥ ৭৫ ॥
তিন জনার ভক্ষ্যপিণ্ড—তোমার এক গ্রাস ।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥ ৭৬ ॥
মোর ভাগ্যে, মোর ঘরে, তোমার আগমন ।
ছাড়হ চাতুরী, প্রভু, করহ ভোজন ॥" ৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। কৃত্য নাহি সরে—কর্ত্তব্যকার্য্য কিছু বাকী আছে।

৭১। ভারিভুরি—গোপ্যকথা।

অনুভাষ্য

৬৬। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে তিনটী ভোগ সমান করাইয়া বাড়াইয়াছিলেন (এই পরিচ্ছেদের ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য), তাহার মধ্যে ধাতু-পাত্রটীরই উপরি কৃষ্ণের ভোগ ছিল ; অপর দুইটী কদলীপত্রে দুইটী ভোগ ছিল। ধাতুপাত্রস্থ কৃষ্ণের ভোগ, কৃষ্ণকে অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং নিবেদন করিয়াছিলেন। বক্রী (বাকি) কলাপাতের দুই ভোগ শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্য অনিবেদিত অবস্থায় ছিল,—তাহা আচার্য্য মনে মনে রাখিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর নিকট ঐ কথা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং মহাপ্রভু তিনটী ভোগই কৃষ্ণনৈবেদ্য-প্রসাদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

৬৮। শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি ও নিত্যানন্দ কোন্ স্থানে বসিব? ভোগের পরিমাণ অধিক দেখিয়া আরও অন্য দুইটী পাত্র আনিয়া তাহাতেই অন্নব্যঞ্জন অল্প পরিমাণে দিতে বলিলেন।

৭০। উপকরণ—ডাল, তরকারী প্রভৃতি যাহার সাহায্যে অবলীলাক্রমে অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়। সন্ন্যাসীর তাদৃশ মুখরোচক দ্রব্যে অধিকার নাই। ইন্দ্রিয়প্রিয় বস্তু-সেবনে ভোগ-প্রবৃত্তির প্রবলতা হয়, সেইজন্য মহাপ্রভু বৈরাগ্যপ্রধান-ভক্তের সম্বন্ধে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—"ভাল না পরিবে, আর ভাল না খাইবে।" ভক্তগণ কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত কখনও অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অত্যন্ত মুখপ্রিয় উত্তম উত্তম দ্রব্যই অর্থবান্ গৃহস্থগণ কৃষ্ণকে ভোগ দিয়া থাকেন। কৃষ্ণবিলাস-সহচর মুখশুদ্ধি তাম্বূল, অন্যান্য সুগন্ধ মশলা, পুষ্প-মাল্য, পালঙ্ক, বস্ত্র, আভরণাদি প্রসাদীয় বস্তুসমূহ বৈষ্ণবের আদরের বস্তু হইলেও প্রভুর আজ্ঞাক্রমে অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ আপনার দেহকে প্রাকৃত বীভৎস-জ্ঞানে তত্তদ্‌দ্রব্য স্বীকার করিলে অপরাধ হইবে জানিয়া নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করেন। বৈষ্ণবাভিমানী অবৈষ্ণব সহজিয়া প্রভৃতি অনর্থ-প্রবৃত্ত-ব্যক্তিগণ প্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ।

৭৪। সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট রাখিতে নাই—(ভাঃ ১১।১৮।১৯)

প্রভুদ্বয়ের পৃথক্ জলে আচমনান্তে ভোজনারম্ভ ঃ—

এত বলি' জল দিল দুই গোসাঞির হাতে ।
হাসিয়া লাগিলা দুঁহে ভোজন করিতে ॥ ৭৮ ॥

অদ্বৈতের সহিত নিতাইর প্রেম-কৌতুক-বিতণ্ডা ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"কৈলুঁ তিন উপবাস ।
আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ ॥ ৭৯ ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে ।
অর্দ্ধপেট না ভরিল এই গ্রাসেক অন্নে ॥" ৮০ ॥
আচার্য্য কহে,—"তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী ।
কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী ॥ ৮১ ॥
দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলা মুষ্টিকান্ন ।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভ-মন ॥" ৮২ ॥
নিত্যানন্দ বলে,—"যবে কৈলে নিমন্ত্রণ ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥" ৮৩ ॥
শুনি' নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত ।
কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পিরীত ॥ ৮৪ ॥
"ভ্রষ্ট অবধূত তুমি, উদর ভরিতে ।
সন্ন্যাস লইয়াছ, বুঝি, ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥ ৮৫ ॥
তুমি খেতে পার দশ-বিশ মানের অন্ন ।
আমি তাহা কাঁহা পাব, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ৮৬ ॥
যে পাঞাছ মুষ্টিকান্ন, তাহা খাঞা উঠ ।
পাগলামি না করিহ, না ছড়াইও ঝুঠ ॥" ৮৭ ॥

প্রভুদ্বয়ের প্রণয়কৌতুক-কলহে মহাপ্রভুর হাস্য ঃ—

এই মত হাস্যরসে করেন ভোজন ।
অর্দ্ধ-অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ ৮৮ ॥

আচার্য্যের ইচ্ছামত মহাপ্রভুর পরিপূর্ণ ভোজন ঃ—

সেই ব্যঞ্জন আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ ।
এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ৮৯ ॥
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি' করেন প্রার্থন ।
প্রভু বলেন,—"আর কত করিব ভোজন ॥" ৯০ ॥
আচার্য্য কহে,—"যে দিয়াছি, তাহা না ছাড়িবা ।
এখন যে দিয়ে, তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥" ৯১ ॥
নানা যত্নে-দৈন্যে প্রভুর করাইল ভোজন ।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ ৯২ ॥

অর্দ্ধভুক্ত-ভানে কৃত্রিম-ক্রোধভরে নিতাইর একমুষ্টি অন্ন-বিক্ষেপ ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"আমার পেট না ভরিল ।
লঞা যাহ, তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥" ৯৩ ॥
এত বলি' একগ্রাস অন্ন হাতে লঞা ।
উঝালি' ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥ ৯৪ ॥

নিতাইর সেই নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট অঙ্গে স্পর্শহেতু অদ্বৈতের প্রেমভরে নৃত্য ঃ—

ভাত দুই-চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে ।
ভাত গায়ে লঞা আচার্য্য নাচে বহুরঙ্গে ॥ ৯৫ ॥
"অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে ।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ ৯৬ ॥

নিন্দাচ্ছলে অদ্বৈতের নিত্যানন্দ-স্তুতি ঃ—

তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল ।
তোর জাতি-কুল নাহি, সহজে পাগল ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। মান—চারসেরা কাঠাকে 'মান' বলে।

৯০। দোনা—ডোঙ্গা। করেন প্রার্থন—খাইতে প্রার্থনা করেন।

অনুভাষ্য

"বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ। বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্।।" চক্রবর্ত্তীর টীকা—"বিভজ্য বিষ্ণু-ব্রহ্মার্কভূতেভ্যঃ ; অশেষমিতি ভোজনপাত্রেঽবশিষ্টং ন রক্ষণীয়-মিতি।"

৭৬। লেখায়—অনুপাতে।

৮১। তৈর্থিক সন্ন্যাসী—স্বয়ং অবধূত হইয়াও তীর্থ ভ্রমণ-কারী বহূদক-সন্ন্যাসাভিনয়কারী ; ৮৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৮৫। ভ্রষ্ট—প্রাকৃত-স্মার্ত্তসমাজ-ভ্রষ্ট অর্থাৎ বিধি-নিষেধাতীত, নিন্দাচ্ছলে স্তুত্যর্থে ব্যবহৃত।

সন্ন্যাসের চরম অবস্থা—পারমহংস্য ; উহারই নামান্তর 'অবধূতত্ব'। অবধূতগণ স্বেচ্ছাচারী—বিষয়গ্রহণ সত্ত্বেও বিষয়-বাধ্য নহেন। সন্ন্যাসের চিহ্ন তাঁহারা কখনও গ্রহণ করেন, কখনও বা পরিত্যাগ করেন। এইসকল অদ্বৈতবাক্য পরিহাসপর, প্রকৃত কথা নহে। কেহ কেহ খড়দহে ত্রিপুরাসুন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দরসহ অধিষ্ঠিত দেখিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর অবধূতাচারকে শাক্তসম্প্রদায়ের কৌলাবধূতাচার বলিয়া ভ্রম করেন,—"অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" ; বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ বৈদিক-সন্ন্যাসীর স্বরূপ-ব্রহ্মচারী, স্বয়ং পরমহংস। আবার কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মীপতি তীর্থই তাঁহার আচার্য্য ; তাহা হইলেও তিনি শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত,—বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক নহেন।

৮৭। ঝুঠ—উচ্ছিষ্ট।

আপনার সম মোরে করিবার তরে ।
ঝুঠা দিলে, বিপ্র বলি' ভয় না করিলে ॥" ৯৮ ॥

নিত্যানন্দের অদ্বৈতকে শাস্তিদানের ভয়-প্রদর্শন ও প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা ঃ—

নিত্যানন্দ বলে,—"এই কৃষ্ণের প্রসাদ ।
ইহাকে 'ঝুঠা' কহিলে, কৈলে অপরাধ ॥ ৯৯ ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন ।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥" ১০০ ॥

বৈষ্ণবসন্ন্যাসদ্বারা স্মার্ত্তবিধি-লোপ ঃ—

আচার্য্য কহে,—"না করিব সন্ন্যাসি-নিমন্ত্রণ ।
সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতি-ধর্ম্ম ॥" ১০১ ॥

আচমনান্তে প্রভুদ্বয়কে অদ্বৈতের কালোচিত সেবা ঃ—

এত বলি' দুই জনে করাইল আচমন ।
উত্তম শয্যাতে লইয়া করাইল শয়ন ॥ ১০২ ॥
লবঙ্গ এলাচী-বীজ—উত্তম রসবাস ।
তুলসী-মঞ্জরীসহ দিল মুখবাস ॥ ১০৩ ॥
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর ।
সুগন্ধি পুষ্পমালা আনি' দিল হৃদয়-উপর ॥ ১০৪ ॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক প্রভুর পাদসম্বাহন-চেষ্টা ঃ—

আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন ।
সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন ॥ ১০৫ ॥

প্রভুর লজ্জা ও আচার্য্যকে মুকুন্দ-হরিদাসের সহ ভোজনে আজ্ঞা ঃ—

"বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান ।
মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥" ১০৬ ॥
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে ।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥ ১০৭ ॥

স্থানীয় লোকের প্রভুদর্শনে আগমন ঃ—

শান্তিপুরের লোক শুনি' প্রভুর আগমন ।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥

চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি ও প্রভুর রূপদর্শনে আনন্দ ঃ—

'হরি' 'হরি' বলে লোক আনন্দিত হঞা ।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিঞা ॥ ১০৯ ॥
গৌর-দেহ-কান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল ।
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০১। স্মৃতিধর্ম্ম—স্মার্ত্তধর্ম্ম।

১০৩। রসবাস—রসযুক্ত গন্ধ।

অনুভাষ্য

৯৪। উঝালি—ছড়াইয়া

৯৬। অবধূত—অসংস্কৃতদেহ (ভাঃ ৩।১।১৯ শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-টীকা দ্রষ্টব্য)। পরমহংসাচার-লীলাকারী শ্রীনিত্যানন্দ অন্ন ছড়াইয়া পাগলামি দেখাইবার ছলনা করিলেও তাঁহার উচ্ছিষ্ট-স্পর্শে আমি অভক্ত স্মার্ত্তসমাজবিধি-অনুসারে অপবিত্র বা অশুচি হইবার পরিবর্ত্তে বাস্তবিকপক্ষে পরম-পবিত্র ও শুদ্ধ হইলাম। বৈষ্ণব বা পরমহংসের উচ্ছিষ্ট—মহামহাপ্রসাদ, উহা স্বয়ং চেতনময় বাস্তব বিষ্ণুসদৃশ, উহা অভক্তের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর জড়ের ভাত-ডাল নহে। বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-দেব, বা পরমহংস অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট-স্পর্শ-সেবন-সঙ্গ প্রাকৃত জীবের হৃদয়স্থিত যাবতীয় হরিবৈমুখ্য দূরীভূত করিয়া তাহাকে যে অপ্রাকৃত পরমহংস-দাস্যরূপ শুদ্ধ-ব্রাহ্মণত্বে প্রতি-ষ্ঠিত করে,—ইহা আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং মূঢ়জীবের মঙ্গলের জন্য বলিলেন।

৯৭। সহজে পাগল—আত্মা বা চেতনের সহজাত অপ্রাকৃত পারমহংস্যধর্ম্মপরায়ণ, অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসেবায় মত্ত (ভাঃ ১১।১৮।২৮-২৯ দ্রষ্টব্য)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৮। আপনার সম—অর্থাৎ সিদ্ধবৈষ্ণব বা বিধি-নিষেধা-তীত পরমহংস। শ্রীগুরু নিত্যানন্দ এবং পরমহংস বা বৈষ্ণব ও তাঁহাদের দাসাভিমানিগণ কখনও হরিবিমুখ প্রাকৃত স্মার্ত্ত-সমাজের ভয়ে তাহার বিধিদ্বারা চালিত হন না,—ইহাই আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর বলিবার তাৎপর্য্য। শুদ্ধবৈষ্ণব বা পরমহংস-দাসগণ চেতনময় মহাপ্রসাদকে প্রকৃতিজাত জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ভাত-ডালের সহিত এক দেখিয়া তাহাতে স্পর্শদোষ বিচার করিবার পরিবর্ত্তে তাহার সেবন ও সম্মান করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব দূরে থাকুক, চণ্ডালের মুখভ্রষ্ট মহাপ্রসাদ-সেবনফলেও বিপ্রের বিপ্রত্ব সম্পূর্ণ অটুট থাকে, বিপ্রত্বে কিছুমাত্র অশুচি স্পর্শ করে না,—ইহাই জানেন। মহাপ্রসাদ-সেবনে—জড়ের যাবতীয় শুচি ও অশুচি বস্তু কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত শুচিরূপে দৃষ্ট হয়।

৯৯। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।। ব্রহ্মবন্নির্ব্বি-কারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।। কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।।" মহাপ্রসাদকে জড়ের ভাত-ডাল-সাম্যে ভোগ্যবুদ্ধিরূপ অপরাধ হইতে সাবধান করিবার জন্যই গ্রন্থকার মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য (অন্ত্য, ১৬ পঃ ৫৬-৬৩ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন।

সমস্তদিনব্যাপি লোকের যাতায়াত ঃ—

আইসে যায় লোক সব, নাহি সমাধান।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥ ১১১ ॥

সন্ধ্যায় অদ্বৈতের সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন ॥ ১১২ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিঞা।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা ॥ ১১৩ ॥

তথাহি পদম্—

কি কহিব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ১১৪ ॥ ধ্রু ॥

এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-হুঙ্কার-গর্জ্জন ॥ ১১৫ ॥

অদ্বৈতের প্রভুর নিকট সবিনয় প্রার্থনা ঃ—

ফিরি' ফিরি' কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণ ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥ ১১৬ ॥
"অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।
ঘরেতে পাঞাছি, এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥" ১১৭ ॥
এত বলি' আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক-রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১১৮ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

প্রেমের উৎকণ্ঠা,—প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহ বাড়িল, প্রেমজ্বালার তরঙ্গ ॥ ১১৯ ॥
ব্যাকুল হঞা প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা ॥ ১২০ ॥

মুকুন্দের কালোচিত গীত-গান ঃ—

প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥ ১২১ ॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি' প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ ১২২ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ঃ—

অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদ্গদ বচন।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥ ১২৩ ॥

তথাহি পদম্—

হা হা প্রাণপ্রিয়সখি, কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে ॥ ১২৪ ॥ ধ্রু ॥
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্তি না পাই।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ, তাঁহা উড়ি' যাই ॥ ১২৫ ॥

এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর ভাব ঃ—

নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, চাপল্য, গর্ব্ব, দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব-সৈন্য ॥ ১২৭ ॥
জর-জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ ১২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৪। ওর—সীমা ; এই পদটী বিদ্যাপতির।

অনুভাষ্য

১০৬। সন্ন্যাসীকে উত্তমশয্যা, লবঙ্গ, এলাচি, চন্দন, পুষ্প-মালাদান ও স্বয়ং অদ্বৈতের পাদসম্বাহন-চেষ্টা দেখিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—তুমি আমাকে অনেক নাচাইয়াছ, এক্ষণে নাচান বন্ধ কর।

১১১। সমাধান—হিসাব, মীমাংসা।

১১৩। বুলে—নাচিয়া চলেন।

১১৪। বিদ্যাপতি-রচিত গীত—"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।। পাপ সুধাকর যত সুখ দেল। পিয়ামুখ-দরশনে তত সুখ ভেল।। আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তব্ হাম্ পিয়া দূরদেশে না পাঠাই।। শীতের ওড়নী পিয়া, গিরিষীর বা'। বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না'।। ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন, বরনারি। সুজনক দুখ দিবস দুই চারি।।"

অনুভাষ্য

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃত-সমুদ্রে' এই গীতের প্রথম চারি পঙ্ক্তি উদ্ধার করেন নাই। কেহ কেহ 'মাধব'-শব্দে মাধবেন্দ্র-পুরীকে লক্ষ্য করিয়া অদ্বৈতের গীতি মনে করেন ; কিন্তু উহা সঙ্গত নহে। মাথুর-বিরহের পর সম্ভোগে, অধিকতর ইহার সঙ্গতি জানিতে হইবে।

১১৭। ভাণ্ডিয়া—ভাঁড়াইয়া, প্রতারিত করিয়া।

১২৪। সম্ভোগ-রসের গীতিতে কৃষ্ণ-সঙ্গাভাবে শ্রীপ্রভুতে বিপ্রলম্ভরসের পূর্ণ প্রাকট্য দেখিয়া মুকুন্দ তদনুরূপ পদ গান আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতপ্রভুও নৃত্য বন্ধ করিলেন। বিদ্যাপতির অনুরূপ পদ—"কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়। পিয়ার লাগিয়া হাম কোন্ দেশে যাব।।"

১২৭। হর্ষ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"অভীষ্টেক্ষণ-লাভাদিজাতা চেতঃপ্রসন্নতা। হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রু-মুখফুল্লতা। আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ।।"

দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥ ১২৯ ॥
'বল্' 'বল্' বলে, নাচে, আনন্দে বিহ্বল ।
বুঝন না যায়, ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥ ১৩০ ॥

প্রভুর সঙ্গে সতর্ক নিত্যানন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা ।
আচার্য্য, হরিদাস বুলে পাছে ত' নাচিঞা ॥ ১৩১ ॥

প্রভুতে বহুভাব-বৈচিত্র্য ঃ—

এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে ।
কভু হর্ষ, কভু বিষাদ, ভাবের তরঙ্গে ॥ ১৩২ ॥

উপবাসান্তে অত্যধিক নৃত্যে প্রভুর ক্লান্তি ঃ—

তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন ।
উদ্দণ্ড-নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥ ১৩৩ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে প্রভুর শ্রমবোধরাহিত্য হইলেও শ্রমাপনোদন ঃ—

তবু ত' না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিঞা ॥ ১৩৪ ॥
আচার্য্য-গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন ।
নানা সেবা করি' প্রভুকে করাইল শয়ন ॥ ১৩৫ ॥

দশদিন শান্তিপুরে বাস ঃ—

এইমত দশদিন ভোজন-কীর্ত্তন ।
একরূপে করি' করে প্রভুর সেবন ॥ ১৩৬ ॥

নবদ্বীপের ভক্তগণসহ শচীমাতার দোলায় আগমন ঃ—

প্রভাতে আচার্য্য-রত্ন দোলায় চড়াঞা ।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা ॥ ১৩৭ ॥
নদীয়া-নগরের লোক—স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ ।
সব লোক আইল, হৈল সঙ্ঘট্ট সমৃদ্ধ ॥ ১৩৮ ॥

প্রাতে শচীর সহিত প্রভুর মিলন ঃ—

প্রাতঃকৃত্য করি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
শচীমাতা লঞা আইলা অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৩৯ ॥

প্রভুদর্শনে শচীর স্নেহ-ক্রন্দন ঃ—

শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা ।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইঞা ॥ ১৪০ ॥

শচীর প্রভুপ্রতি বাৎসল্য-প্রেম বর্ণন ঃ—

দোঁহার দর্শনে দুঁহে হইলা বিহ্বল ।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥ ১৪১ ॥
অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ ।
দেখিতে না পায়,—অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ১৪২ ॥

শচীর পুত্রের নিকট বিলাপ ও প্রার্থনা ঃ—

কান্দিয়া কহেন শচী,—"বাছারে নিমাঞি ।
বিশ্বরূপসম না করিহ নিঠুরাই ॥ ১৪৩ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন ।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ॥" ১৪৪ ॥

শচীমাতাকে মাতৃভক্তশিরোমণি প্রভুর প্রবোধ-দান ঃ—

কান্দিয়া বলেন প্রভু,—"শুন, মোর আই ।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই ॥ ১৪৫ ॥
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে ।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে ॥ ১৪৬ ॥

শচীমাতার প্রতি প্রভুর চিরস্নেহ ঃ—

জানি' বা না জানি' যদি করিলুঁ সন্ন্যাস ।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥ ১৪৭ ॥

শচীর ঈপ্সিত স্থানে প্রভুর অবস্থানে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তুমি যাঁহা কহ, আমি তাঁহাই রহিব ।
তুমি যেই আজ্ঞা কর, সেই সে করিব ॥" ১৪৮ ॥

প্রভুর প্রণাম ও স্নেহভরে শচীর প্রভুকে ক্রোড়ে ধারণ ঃ—

এত বলি' পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার ।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তগণের সহিত প্রভুর মিলন ও প্রেমালিঙ্গন ঃ—

তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তরে ।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বরে ॥ ১৫০ ॥

অনুভাষ্য

অভীষ্টদর্শন-লাভে চিত্তের যে প্রসন্নতা হয়, উহাই 'হর্ষ' ; হর্ষ হইলে রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, অশ্রু, মুখস্ফীততা, আবেগ, উন্মাদ, জাড্য ও মোহাদি হয়।

গর্ব্ব—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"সৌভাগ্যরূপতারুণ্য-গুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্য-হেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে।। তত্র সোল্লুণ্ঠবচনং লীলানুত্তরদায়িতা। স্বাঙ্গেক্ষা নিহ্নবোঽন্যস্য বচনাশ্রবণাদয়ঃ।।" ইষ্টবস্তুলাভে নিজ সৌভাগ্য, রূপতারুণ্য, গুণ,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। আই—আর্য্যা, শচীমাতা।

অনুভাষ্য

সর্ব্বোত্তমাশ্রয় প্রভৃতি অবলম্বনে অপরকে যে অবহেলা, তাহাই 'গর্ব্ব'। ইহাতে স্তুতিবাক্য, উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গদর্শন, নিজের অভিপ্রায়াদি-গোপন ও অন্যের বাক্য শ্রবণাদি না করা প্রভৃতি ক্রিয়া বর্ত্তমান।

১৪৩। নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা।

একে একে মিলিল প্রভু সব ভক্তগণে।
সবার মুখ দেখি' করে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ১৫১ ॥

প্রভুদর্শনে ভক্তের সুখ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নহে ঃ—

কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥ ১৫২ ॥

নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ ঃ—

শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর।
গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর ॥ ১৫৩ ॥
বুদ্ধিমন্ত খাঁন, নন্দন, শ্রীধর, বিজয়।
বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয় ॥ ১৫৪ ॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি' ॥ ১৫৫ ॥

অদ্বৈতভবন—বৈকুণ্ঠ, সর্ব্বক্ষণ হরিসেবাময় ঃ—

আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' হরি' 'হরি'।
আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ ১৫৬ ॥

সমাগত সকল লোককেই আচার্য্যের স্নানাহার-দান ঃ—

যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা-গ্রাম হৈতে, আর নবদ্বীপ হৈতে ॥ ১৫৭ ॥
সবাকারে বাসা দিল—ভক্ষ্য, অন্নপান।
বহুদিন আচার্য্য-গোসাঞি কৈল সমাধান ॥ ১৫৮ ॥

অচ্যুত আচার্য্যের অচ্যুত ভাণ্ডার ঃ

আচার্য্য-গোসাঞির ভাণ্ডার—অক্ষয়, অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে, তত দ্রব্য হয় ॥ ১৫৯ ॥

শচীর পাচিত অন্নে প্রভুর ভোগ ঃ—

সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ॥ ১৬০ ॥

দিবাভাগে আচার্য্যের, রাত্রিভাগে অন্যলোকের প্রভুদর্শন ঃ—

দিনে আচার্য্যের প্রীতি—প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ১৬১ ॥

কীর্ত্তনকালে ভাববশে প্রভুর ভূমিতে পতন ঃ—

কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্বভাবোদয়।
স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদ্গদ, প্রলয় ॥ ১৬২ ॥

স্নেহার্দ্র ভয়বিহ্বলা শচীর পুত্রের নিরাময়ার্থে
বিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা ঃ—

ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাঞা।
দেখি' শচীমাতা কহে রোদন করিয়া ॥ ১৬৩ ॥
"চূর্ণ হৈল, হেন বাসোঁ নিমাঞি-কলেবর।"
হাহা করি' বিষ্ণু-পাশে মাগে এই বর ॥ ১৬৪ ॥
"বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন।
তার প্রতিফল মোরে দেহ, নারায়ণ ॥ ১৬৫ ॥
যে-কালে নিমাঞি পড়ে ধরণী-উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাঞি-শরীরে ॥" ১৬৬ ॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইল বিকল ॥ ১৬৭ ॥

ভক্তগণের প্রভুকে নিমন্ত্রণেচ্ছা ঃ—

শ্রীবাসাদি যত প্রভুর বিপ্র-ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ॥ ১৬৮ ॥

শচীর ভক্তগণকে নিবারণ ও স্বয়ং ভিক্ষা
দিবার প্রস্তাব ঃ—

শুনি' শচী সবাকারে করিল মিনতি।
"নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ॥ ১৬৯ ॥
তোমা-সবা-সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥ ১৭০ ॥
যাবৎ আচার্য্য-গৃহে নিমাঞির অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব, সবাকারে মাগোঁ দান ॥" ১৭১ ॥

ভক্তগণের সম্মতি ঃ—

শুনি' সব ভক্তগণ কহে করি' নমস্কার।
"মাতার যে ইচ্ছা, সেই সম্মত সবার ॥" ১৭২ ॥

অনুভাষ্য

১৬২। পুলকাশ্রু—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ—"হর্ষরোষ-বিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রে জলোদ্গমঃ হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে। সর্ব্বত্রনয়নক্ষোভ রাগসম্মার্জ্জনাদয়ঃ।।" হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি হইতে বিনা-প্রযত্নে চক্ষে যে জল পড়ে, উহাই 'পুলকাশ্রু'। হর্ষজন্য অশ্রুতে শীতলত্ব, ক্রোধজন্য উষ্ণত্ব এবং উভয়প্রকার পুলকে নয়নক্ষোভ ও রাগসম্মার্জ্জনাদি ঘটে।

প্রলয়—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ—"প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ। অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ।।" সুখ ও দুঃখ উভয় চেষ্টা হইতেই জ্ঞান নিরস্ত হয়। এইপ্রকার প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি অনুভাবসকল দেখা যায়।

'সর্ব্বভাব' অর্থাৎ অষ্ট-সাত্ত্বিকবিকার। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, পুলকাশ্রু ও প্রলয়।

১৬৫। বাল্যকাল হৈতে—বালিকা অবস্থা থেকে, আ-শৈশব ; নিত্যসিদ্ধা মূর্ত্তিমতী বাৎসল্য-বিগ্রহা যশোদাস্বরূপিণী শচীমাতা যে আজন্ম কৃষ্ণসেবাপরায়ণা,—কখনই প্রাকৃত জীব নহেন, তাহা এস্থলে তাঁহার স্বমুখেই কথিত হইল।

১৬৯। কতি—কোথায়।

মাতৃ-বাঞ্ছাপূরণার্থে মাতৃভক্তশিরোমণি প্রভুর ভক্তগণকে অনুরোধ ঃ—

মাতার ব্যগ্রতা দেখি' প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণ একত্র করি' বলিলা বচন ॥ ১৭৩ ॥

প্রভুর ভক্তবশ্যতা ঃ—

"তোমা-সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাম বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥ ১৭৪ ॥

প্রভুর ভক্ত ও মাতৃ-বাৎসল্য ঃ—

যদ্যপি সহসা আমি কর্য়াছোঁ সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা-সবা হৈতে নহিব উদাস ॥ ১৭৫ ॥
তোমা-সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ ১৭৬ ॥

বান্তাশী হওয়া সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে ঃ—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥ ১৭৭ ॥

ফল্গুবৈরাগ্যহেতু মহাপ্রভুর নিন্দা না হয়, তজ্জন্য ভক্তগণের নিকট যুক্তি-প্রার্থনা ঃ—

কেহ যেন এই বলি' না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম ॥" ১৭৮ ॥

শচীকে অদ্বৈতাদির প্রার্থনা ঃ—

শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশ আচার্য্যাদি করিল গমন ॥ ১৭৯ ॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল।
শুনি' শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল ॥ ১৮০ ॥

প্রভুর সুখেই শচীমাতার সুখ ঃ—

"তেঁহো যদি ইঁহা রহে, তবে মোর সুখ।
তাঁ'র নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ ॥ ১৮১ ॥

শচীমাতার পুত্রসুখ-জন্য পুরীবাসের অনুমোদন ঃ—

তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য্য হয় ॥ ১৮২ ॥
নীলাচলে-নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক-গতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥ ১৮৩ ॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥ ১৮৪ ॥

শচীর শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেম ঃ—

আপনার দুঃখ-সুখ তাঁহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ, তাহা নিজ সুখ মানি ॥" ১৮৫॥

ভক্তগণের শচীমাতাকে স্তুতি ঃ—

শুনি' ভক্তগণ তাঁরে করিল স্তবন।
"বেদ-আজ্ঞা যৈছে, মাতা, তোমার বচন ॥" ১৮৬ ॥

শচীর অভিপ্রায়-শ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

প্রভু-আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥ ১৮৭ ॥

ভক্তগণ-সমীপে প্রভুর আবেদন ঃ—

নবদ্বীপ-বাসী আদি যত ভক্তগণ।
সবারে সম্মান করি' বলিলা বচন ॥ ১৮৮ ॥
"তুমি-সব লোক—মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ,—মোরে দেহ তুমি-সব ॥১৮৯॥

সকলকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে আদেশ ঃ—

ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন ॥ ১৯০ ॥

পুরী যাইতে প্রভুর আজ্ঞা-প্রার্থনা ঃ—

আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি' তোমায় দিব দরশন ॥" ১৯১ ॥

যথাযোগ্য মান দিয়া সকলকে বিদায়-দান ঃ—

এত বলি' সবাকারে ঈষৎ হাসিঞা।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিঞা ॥ ১৯২ ॥

হরিদাসের দৈন্য ও অকিঞ্চন ঃ—

সবা বিদায় দিয়া চলিতে হৈল মন।
হরিদাস কান্দি' কহে করুণ-বচন ॥ ১৯৩ ॥

অনুভাষ্য

১৭৬। জীব'—বাঁচিব, প্রকট থাকিব।

১৮১। পুত্র কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থান করিলে মাতার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ সুখ হইলেও কৃষ্ণসেবাপরিত্যাগ-হেতু পুত্র নিন্দাভাজন হইলে যথার্থ-স্নেহশীলা মাতার দুঃখই উপস্থিত হয়; সুতরাং পুত্রদর্শনরূপ নিজ-সুখ বা ভোগ অপেক্ষা পুত্রের কৃষ্ণসেবাতেই নিত্যমঙ্গল-সুখাকাঙ্ক্ষিণী প্রকৃত মাতার প্রকৃত সুখ; নতুবা, মা—'মায়া'-শব্দ-বাচ্যা,—এ কথাদ্বারা মাতৃ-কুলের আদর্শ জগন্মাতা শচীঠাকুরাণী সমগ্র মাতৃকুলকে শিক্ষা দিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ৫।৫।১৮)—"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।।"—শ্লোকটী আলোচ্য।

১৮৫। এই পদ্যটী—কৃষ্ণসেবকের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ সেবার সুন্দর ব্যাখ্যা। আদি ৪র্থ পঃ ১৭৪-১৭৫, ২০১, ২০৪; মধ্য ৪র্থ পঃ ১৮৬ সংখ্যা এবং "সেবা-সুখ-দুঃখ—পরম সম্পদ"—(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত 'শরণাগতি দ্রষ্টব্য)।

"নীলাচলে যাবে তুমি, মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ ১৯৪ ॥
মুঞি অধম না পাইনু তোমার দরশন।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥" ১৯৫ ॥
প্রভু কহে,—"কর তুমি দৈন্য-সম্বরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥ ১৯৬ ॥

হরিবিমুখ স্মার্ত্তসমাজকে ধিক্কার দিয়া ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে পুরীতে লইতে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তোমার লাগি' জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা-লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥" ১৯৭ ॥

প্রভুকে আরও দিনকতক থাকিবার জন্য অদ্বৈতের প্রার্থনা ঃ—

তবে ত' আচার্য্য কহে বিনয় করিঞা।
"দিন দুই-চারি রহ কৃপা ত' করিঞা ॥" ১৯৮ ॥

প্রভুর অদ্বৈত-বাঞ্ছা-পূরণ ও সকলের আনন্দ ঃ—

আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে, না কৈল গমন ॥ ১৯৯ ॥
আনন্দিত হৈল আচার্য্য, শচী, ভক্ত-সব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব ॥ ২০০ ॥

দিবসে ইষ্টগোষ্ঠী, নিশায় সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

দিনে কৃষ্ণরস-কথা ভক্তগণ-সঙ্গে।
রাত্রে মহা-মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২০১ ॥

সগণ প্রভুর স্বপাচিত অন্নভোজনে আইর আনন্দ ঃ—

আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২০২ ॥

প্রভুর সেবায় অদ্বৈতের সবই ধন্য ঃ—

আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি, গৃহ-সম্পদ্-ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভুর আগমনে ॥ ২০৩ ॥

শচীমাতার সুখ ঃ—

শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি' পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥ ২০৪ ॥

অদ্বৈতগৃহে দিনকতক অপ্রাকৃত আনন্দ ঃ—

এইমত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মিলে।
বঞ্চিলা কতকদিন মহা-কুতূহলে ॥ ২০৫ ॥

ভক্তগণকে বিদায়-দান ঃ—

আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
"নিজ-নিজ-গৃহে সবে করহ গমনে ॥ ২০৬ ॥

প্রভু ও ভক্ত উভয়ের পরস্পর ভাবিমিলন-সুযোগ-নির্দ্দেশ ঃ—

ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
পুনরপি আমা-সঙ্গে হইবে মিলন ॥ ২০৭ ॥

ভক্তগণের গমনে ও প্রভুর আগমনে মিলন-সম্ভাবনা ঃ—

কভু বা তোমরা করিবে নীলাদ্রি-গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥" ২০৮ ॥

পুরীপথে প্রভুর সঙ্গী নিতাইপ্রমুখ চারিজন ; প্রভুর শচীমাতাকে বন্দনানন্তর যাত্রা ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ ॥ ২০৯ ॥
এই চারিজন, আচার্য্য দিল প্রভু-সনে।
জননী প্রবোধ করি' বন্দিল চরণে ॥ ২১০ ॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি' করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥ ২১১ ॥
নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা ॥ ২১২ ॥

অনুভাষ্য

১৯৪। শ্রীহরিদাসঠাকুর শৌক্র-যবনকুলে উদ্ভূত হইয়াও দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। হরিদাস নৈসর্গিক-দৈন্যক্রমে আপনাকে নিতান্ত হীনজ্ঞানে প্রভুর নিকট আর্ত্তস্বরে নিজের শৌক্র-জাতি-নিবন্ধন নীলাচলে প্রবেশ করিবার বৈধ অধিকার নাই,—জানাইলেন ; বিশেষতঃ, নীলাদ্রিতে চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত শ্রীমন্দিরের চত্বরের মধ্যে অপরের প্রবেশাধিকার নাই ; সুতরাং শ্রীমহাপ্রভু যদি নীলাচলের শ্রীমন্দিরের মধ্যে বাস করেন, তাহা হইলে তথায় যাইবার তাঁহার আর অধিকার থাকিবে না। পরে নীলাদ্রি-সন্নিধিতে বালুকাখণ্ডে থাকিবার কোন বাধা নাই জানিয়া ঠাকুর হরিদাস তথায় ছিলেন। উহাই এক্ষণে 'সিদ্ধবকুল মঠ'-নামে পরিচিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

২১২। নিরপেক্ষ—জড় বা জড়ীয় অপেক্ষা-রহিত, অর্থাৎ স্বরূপ বা ভগবদ্দাস্যে অবস্থিত ; পাছে স্বীয় কৃষ্ণান্বেষণ-কার্য্যে বাধা উপস্থিত হয়, এই ভয়ে স্বজনগণের ক্রন্দনাদি শুনিয়া মহাপ্রভু নিরীশ্বর নীতিবাদিগণের চক্ষে 'নিতান্ত নিষ্ঠুর' বলিয়া পরিচিত হইলেও জীবের পক্ষে যে তাহার সর্ব্বোত্তমোত্তম পরমধর্ম্ম কৃষ্ণসেবা-চেষ্টাই একমাত্র প্রয়োজনীয় কৃত্য—তাহা জগদ্গুরুরূপে শিক্ষা দিলেন ;—বহির্দর্শনহেতু অচিৎ-ভোগফলে অচিতেরই আসক্তি বা মায়া, তাহাতে বদ্ধ হইলে কৃষ্ণসেবা হয় না, সুতরাং জগতের চক্ষে বহুমানপ্রাপ্ত সুনীতিও কৃষ্ণসেবার বিরোধী হইলে উহা চৈতন্যের বিরুদ্ধ পথ। "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম রক্ষণে না যায়"—প্রভুর শ্রীমুখবাণী আলোচ্য।

আচার্য্যকে প্রবোধ দিয়া বিদায়-দান ঃ—

কত দূর গিয়া প্রভু করি' যোড়-হাত ।
আচার্য্যে প্রবোধি' কিছু কহে মিষ্ট বাত ॥ ২১৩ ॥
"জননী প্রবোধ, কর ভক্ত সমাধান ।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥" ২১৪ ॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন ।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥ ২১৫ ॥

ছত্রভোগপথে প্রভুর পুরীগমন ঃ—

গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু চারিজন-সাথে ।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে ॥ ২১৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃত বর্ণনা ঃ—

'চৈতন্যমঙ্গলে' প্রভুর নীলাদ্রি গমন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ২১৭ ॥
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ২১৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৬। ছত্রভোগ-পথে—গঙ্গার ধারে-ধারে আটিসার, পাণিহাটী, বরাহনগর হইয়া চলিলেন। সে-সময়ে গঙ্গা কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট হইয়া বারুইপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া ডায়মণ্ড-হারবার-সাব্‌ডিভিসনে 'মথুরাপুর'-থানা হইয়া শতধারা-রূপে সমুদ্রে পড়িতেন। মহাপ্রভু সেই পথ দিয়া মথুরাপুর-থানার অন্তর্গত 'অম্বুলিঙ্গ'-স্থানে ছত্রভোগ-পথে গিয়াছিলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২১৬। ছত্রভোগ,—২৪ পরগণা জেলায় ই, বি, আর, লাইনে দক্ষিণ শাখার মধ্যে মগরাহাট-ষ্টেশন। ঐ স্থান হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ ৬।৭ ক্রোশ দূরে জয়নগরের ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামকে কেহ কেহ 'খাড়ি' বলেন। এখানে 'বৈজুর্কানাথ' শিবলিঙ্গ আছেন। তথায় চৈত্রমাসে শুক্লাপ্রতিপদে 'নন্দা'-মেলা হয়। এক্ষণে এখানে গঙ্গা নাই। আটিসারা—ঐ রেলওয়ে লাইনে বারুইপুর-ষ্টেশনের নিকট বলিয়া কথিত।

২১৭। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ২য় অঃ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশে আটিসারা-গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গ-ছত্রভোগ, উৎকলে প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, দশাশ্বমেধঘাট, কটক, মহানদী, ভুবনেশ্বর (বিন্দু-সরোবর), কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি হইয়া প্রভুর শ্রীনীলাচলে প্রবেশ।

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগ-পথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর দিয়া উৎকল-রাজ্যের একসীমায় উঠিলেন। পথে নানাপ্রকার আনন্দ-কীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণা-গ্রামে শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিলেন এবং পরমানন্দে স্বীয় ভক্তগণকে শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিষয় বর্ণন করিলেন যে, শ্রীমাধবপুরী পূর্ব্বে বৃন্দাবনে গিয়া গোবর্দ্ধনে রাত্রিকালে 'বনমধ্যে গোপাল আছেন' এই স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন প্রাতে গোবর্দ্ধনবাসীদিগকে লইয়া বন হইতে শ্রীগোপালমূর্ত্তি বাহির করত পর্ব্বতোপরি স্থাপন করিলেন। মহাসমারোহে গোপালের পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব হইল। ইহা ক্রমশঃ প্রচারিত হইলে গ্রামসমূহ হইতে বহুজন আসিয়া গোপালের মহোৎসব করিতে লাগিল। গোপাল একরাত্রে পুরীকে এই স্বপ্ন দিলেন যে,—"তুমি অবিলম্বে নীলাচলে গিয়া মলয়জ চন্দন সংগ্রহপূর্ব্বক আমাকে মাখাইয়া আমার তাপ দূর কর।" সেই আজ্ঞা পাইয়া পুরীগোস্বামী গৌড় হইয়া উৎকলদেশে রেমুণা-গ্রামে পৌঁছিলেন, তথায় শ্রীগোপী-নাথের প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম গমন করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীকে গোপীনাথ চুরি করিয়া ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' হইয়াছে। নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদিগের